বসনের কোণ ধরি টানিতে লাগিল।
অরুণ বসন তাহে বাহির হইল।।
গৌরাঙ্গের ভক্ত যত জগন্নাথে কয়।
'আহা রে রাক্ষস। তোরে কে করে প্রত্যয়?
কে বলে ঈশ্বর তোরে কে করে বিশ্বাস?
গৌরাঙ্গ খাইলি ওরে দুরন্ত রাক্ষস।।
খাইলি গৌরাঙ্গ মন্দিরেতে পেয়ে একা।
ভাল যদি চাস্ তবে শ্রীগৌরাঙ্গ দেখা।।'
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সাঙ্গ শ্রীক্ষেত্র উৎকল।
রসনা রসনা ভরি হরি হরি বল।।

'তুই খালি শ্রীগৌরাঙ্গ, হইল রে লীলা সাঙ্গ,
আমরা এখন যাব কোথা?
যদি না গৌরাঙ্গ পাই, প্রাণে আর কার্য্য নাই,
পাষাণে কুটিব গিয়া মাথা।।
মরিলে বাঁচিত প্রাণ, পাবকে পা'ব কি ত্রাণ,
যে আগুনে দহিছে হৃদয়।
প্রহ্লাদ পুড়ে আগুনে, শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণে,
জ্বলন্ত অনল নিভে যায়।।
গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ বলে, জ্বলি বিচ্ছেদ অনলে,
গৌর বিনে নিভে না অনল।।
মরিলে মরণ নাই, দগ্ধ যে হইনু ভাই,
কিসে মরি বাঁচিয়া কি ফল?
বিরহে কাতর হ'য়ে, জগন্নাথ কাছে গিয়ে,
বলে দেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গৌরাঙ্গ গ্রাসিলি যবে, আমাদিগে গ্রাস সবে,
এত বলি মাথা পাতি দেয়।।
জগন্নাথের নিকটে, কেহ কেহ মাথা কুটে,
কেহ বলে 'ওরে জগন্নাথ!'
বক্ষে করাঘাত হানে, কেহ বা উন্মত্ত মনে,
জগন্নাথে মারে মুষ্ট্যাঘাত।।
দণ্ডঘাত করাঘাত, কেহ মোচড়ায় হাত,
উদরেতে কেহ মারে ঢুঁষ।
কেহ কিছু পিছাইয়া, ফিরে এসে আগুলিয়া,
নির্ভয় শরীরে মারে ঢুঁষ।।
ভক্তগণ দুঃখ হেরি, জগন্নাথ দুঃখী ভারি,
সদয় হইয়া শ্রীচৈতন্য।
ভক্তগণে প্রবোধিতে, জগন্নাথ দেহ হ'তে,
শূন্যবাণী কহে থেকে শূন্য।।
'কেন জগন্নাথে মার, আমার এ বাক্য ধর,
স্থির হও যাও নিজ ঘরে।
এ লীলা হইল সাঙ্গ, আমার গৌরাঙ্গ অঙ্গ,
মিশে গেল আমার শরীরে।।
এবে না পাইবে দেখা, গুরুজন শিষ্য সাখা,
স্থির কর সবে শোক মন।
কলির মধ্যাহ্ন কালে, করিব একটি লীলে,
তারপর পা'বে দরশন।।

মানুষে আসিয়া, মানুষে মিশিয়া,
করিব মানুষ লীলে।
সেই তো সময়, পাইবে আমায়,
পুনশ্চ মানুষ হ'লে।।
আকার দেখিয়া, লইবে চিনিয়া,
বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব।
শুদ্ধ প্রেমরসে, তরাইব শেষে,
জগতের জীব সব'।।
এতেক শুনিয়া, শোক সম্বরিয়া,
নিজ নিজ স্থানে যায়।
এ বাক্য বিধানে, প্রেমরস দানে,
জনম লভিতে হয়।।

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম দাস।
সাধিল নিগূঢ় লীলা নিজ অভিলাষ।।